গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

সংখ্যা- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০১৪. ২০১৫-২১

তারিখঃ ১৯ পৌষ ১৪৩০ / ০৩ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৪ শেষে নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী দ্রুততার সাথে অপসারণ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তির (disposal) ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্রঃ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ০২/০১/২০২৪ তারিখের ০১ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। উক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন, ২০২৪ শেষে নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী দ্রুততার সাথে অপসারণ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তির (Disposal) ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩/১/২০২৪

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপসচিব
ফোন- ৫৫১০১১৮১
E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ মহাপরিচালক (পমূপ),) স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। উপসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থাঃ

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/গাজীপুর/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৩। চেয়ারম্যান, ---------- জেলা পরিষদ(সকল)।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ----------(সকল)।
৫। মেয়র, ---------- পৌরসভা (সকল)।
৬। চেয়ারম্যান, ---------- ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)।

অনুলিপিঃ

১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(নির্বাচন পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী দ্রুততার সাথে অপসারণ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তির বিষয় তদারকি ও মনিটরিং করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)**।
২। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, ---------- (সকল)।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ---------- (সকল)।

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা -১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০০২.২০-০১

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০ / ০২ জানুয়ারি, ২০২৪

বিষয়: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৪ শেষে নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী দ্রুততার সাথে অপসারণ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তির (disposal) ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র: ১। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্মারক নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৮.৮৩৭, তারিখ: ২৪/১২/২০২৩
২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৩.৩৬৫, তারিখ: ২৩/১০/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৭ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে পরিবেশ বান্ধব এবং একটি 'সবুজ' নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রার্থীগণ নির্বাচনী কার্যক্রমে বর্জ্য উৎপাদন কমানো/নিরুৎসাহিতকরণ, প্রচারপত্রে প্লাস্টিকজাত Thermal Lamination film বা পলিথিনের আবরণ কিংবা প্লাস্টিক ব্যানার (পিভিসি ব্যানার) ব্যবহার বন্ধকরণসহ প্রচার কাজে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার এবং প্রচার কাজে মাইকিং এ শব্দের মানমাত্রা ৬০ ডেসিবলের নীচে রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় হতে বিশেষ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

০২। নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রচারণার কাজে ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টারসহ নানাবিধ নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারপত্র, ব্যানার বা কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন/লিফলেট-কে সুরক্ষা প্রদান ও আকর্ষণীয় করার জন্য Thermal Lamination Film এর ন্যায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়, যা biodegradable বা compostable নয়। এ ধরণের কাগজ বা প্রচারপত্র Recycling করার জন্য Shredding করার সময় plastic lamination অপসারণ করা সম্ভব হয় না বিধায় এগুলো কাগজের সাথে থেকে যায়। এসকল অপচনশীল সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। দেশের প্রাকৃতিক জলাশয়, নদ-নদী এবং সমুদ্রে জমা হয়ে জলজ প্রতিবেশ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। অপচনশীল প্লাস্টিক ধীরে ধীরে ভেঙে Microplastic-এ পরিণত হয় যা পরবর্তীতে Food chain এ যুক্ত হয়ে মানবদেহে প্রবেশ করে ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া, এ সকল প্রচারপত্র, ব্যানার বা কাগজ পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ বাড়বে এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করবে।

০৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন,২০২৪ সম্পন্ন হওয়ার পরপরই নির্বাচনী প্রচারণা কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী (পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ও হ্যান্ডবিল) দ্রুততার সাথে অপসারণ এবং পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানোর লক্ষ্যে এসব সামগ্রী যত্রতত্র না ফেলে নির্ধারিত স্থানে (ভাগাড়) জমাকরণ এবং প্লাস্টিক ও সিনথেটিক সামগ্রী না পুড়িয়ে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংগ্রহ করে পরিবেশসম্মত নিষ্পত্তি করা সমীচীন হবে।

৪.০ এমতাবস্থায়, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন, ২০২৪ শেষে নির্বাচনী প্রচারণা সামগ্রী দ্রুততার সাথে অপসারণ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তির (Dispoasl) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২.০১.২০২৪

(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব
ফোন নং- ৫৫১০০২৬০
ই-মেইল: envpc1@moef.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৮-৮৩৭

তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪৩০ / ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩

বিশেষ পরিপত্র

বিষয় : **দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে সভা অনুষ্ঠান, পোলিং এজেন্টদের করনীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষন প্রদান ইত্যাদি**

উপর্যুক্ত বিষয়ে ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬. ০২০.২৩-৭৬২ স্মারক মূলে পরিপত্র-০৯ এর অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, প্রার্থীতা চূড়ান্ত হওয়ার পর সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের পর পর যতদ্রুত সম্ভব রিটার্নিং অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে সভার আয়োজন করবেন। সভায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর একাধিক কপি **(পরিশিষ্ট-ক)** প্রদান করে আচরণ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান গুরুত্বের সাথে অবহিতকরত আচরণ বিধি ভঙ্গের পরিনাম তথা শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে। একই সাথে আচরণ বিধি প্রতিপালন তথা নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম রোধে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটি এবং কার্যরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক চলমান গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এ বিষয়ে সংযুক্ত **পরিশিষ্ট-খ** মোতাবেক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করা হচ্ছে।

০২। **আচরণ বিধিমালায় উল্লেখযোগ্য বিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাতকরণ:** উল্লিখিত সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারনা বা অনুরূপ বিধান সম্পর্কে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ বিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে:

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করতে হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর ভোটার যাতে তাদের ভোটাধিকার অবাধ ও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও স্থানীয় আস্থাভাজন কর্মীদের সাথে সত্বর একটি এবং প্রয়োজনবোধে একাধিক সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁদের সমর্থকগণ যাতে নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা মেনে চলেন এবং কোন তিক্ত, উস্কানিমূলক বা বলপ্রয়োগ ও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে এমন কার্যকলাপ বা বক্তব্য প্রদান হতে বিরত থাকেন তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করতে হবে।

(ঘ) দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। এছাড়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।

(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার ও ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও নির্ধারিত আয়তনের এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না। কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি ছাপানো যাবে না।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

(চ) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন বা হেলিকপ্টার কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন/ আকাশযান সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করতে পারবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবে না। এছাড়া ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবে না।

(ছ) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবে না এবং কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না। এছাড়া নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

(জ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ বা ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। এছাড়া কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(ঝ) নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৩। **নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব**: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আচরণ বিধিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ ছাড়াও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং করনীয় বর্জনীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আহবান জানাতে হবে। পোলিং এজেন্টগণকে ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আহবান জানাতে হবে। ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র-১১ এ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪। **প্রচারপত্রে প্লাস্টিকজাত/পলিথিন ব্যবহারে বাধা**: জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে পরিবেশ বান্ধব এবং একটি 'সবুজ' নির্বাচন করার লক্ষ্যে প্রার্থীগণ নির্বাচনি কার্যক্রমে বর্জ্য উৎপাদন কমানো/নিরুৎসাহিতকরণ, প্রচারপত্রে প্লাস্টিকজাত Thermal Lamination film বা পলিথিনের আবরণ কিংবা প্লাস্টিক ব্যানার (পিভিসি ব্যানার) ব্যবহার বন্ধকরণসহ প্রচার কাজে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার এবং প্রচার কাজে ব্যবহৃতব্য মাইকিং এ শব্দের মানমাত্রা ৬০ ডেসিবলের নীচে রাখার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫। **বিবিধ**: সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সকল বিধি বিধান যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য হন সে জন্য ভিজিল্যান্স টিম ও অবজারভেশন টিম, মনিটরিং টিম ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেলের সকল সদস্য এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

২৪/১২/২০২৩

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: saseimc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৮-৮৩৭ তারিখ : ০৯ পৌষ ১৪৩০ / ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, আপন বিভাগ/জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১১. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১২. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২০. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. .... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৩. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩০. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,...................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩১. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার...................... (সকল)
৩২. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩৩. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৪.১২.২০২৩
মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০

পরিশিষ্ট-গ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।–Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ–

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**–(১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। [১][সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,–

(১) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) **"দেওয়াল"** অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হোক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ,সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No.155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৪) **"নির্বাচন"** অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;

(৫) **"নির্বাচনি এলাকা"** অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

(৬) **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

---

[১] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪/১১/২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(৭) "পোস্টার" অর্থ কাগজ, [১][***], রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৮) "**প্রার্থী**" অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(৯) "**যথাযথ কর্তৃপক্ষ**" অর্থ সংশিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমর্কর্তা;

(১০) "**যানবাহন**" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহন;

(১১) "**সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি**" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

[২][৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ।**- কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]

[৩][৩ক। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**- (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভূক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।]

---

[১] এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১/১০/২০১৮ দ্বারা বিলুপ্ত

[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[৩]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

৪। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার।**—(১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। **নির্বাচনী প্রচারণা।**—নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান [১][বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৭। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।—(১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

[১][(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার x ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার x ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টার বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।]

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন [২][৬০ (ষাট) সেণ্টিমিটার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেণ্টিমিটার] এর অধিক হইতে পারিবেন না।

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[২] এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

[১][(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না।]

৮। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবহান চালাইতে পারিবে না।

[২][৮ক। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।**- কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।]

৯। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত

[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত

[১][৯ক। প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।— নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাইবে না।]

১০। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা [২][উস্কানীমূলক বা মানহানীকর] কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

---

[১]এস আর ও নং-৩২০-আইন/২০১৮ তারিখঃ ৩১-১০-২০১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত

[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [১][Arms Act,1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না [২][;

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।]

১২। **প্রচারণার সময়।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। **মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষধ।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

[৩][১৪। **সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।**— (১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদকর্তৃক কোন মনোনয়ন

---

[১]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত
[২]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত
[৩]এস আর ও নং-৩৫৯-আইন/২০১৩ তারিখঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। **নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কমর্কর্তা কমর্চারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। **নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।** —(১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন—

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order,1972 (P.O. No.155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

১৯। **রহিতকরণ।**—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আচরণবিধি প্রতিপালন সংক্রান্ত দৈনন্দিন প্রতিবেদন

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: ..... দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্র: .....

দায়িত্বপালনের তারিখ: ..... সময়: .....ঘটিকা হতে.....ঘটিকা পর্যন্ত

ক্রম	সরেজমিন আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ সময়কাল		তথ্য প্রাপ্তির উৎস	প্রাপ্ত অভিযোগ বা বিধি ভঙ্গের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা দন্ড/মামলা বা অন্যান্য (সময় উল্লেখ্য পূর্বক)	যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার নাম, এনআইডি নম্বর ও পূর্ণ ঠিকানা	মন্তব্য
	ঘটিকা হইতে	ঘটিকা পর্যন্ত				

১। প্রতিদিনের প্রতিবেদনের কপি পরের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকার মধ্যে এবং বিশেষ প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে।

২। কোন প্রতিবেদন না থাকলে শূন্য প্রতিবেদন দিতে হবে।

৩। প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা যুক্ত করুন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর:

পূর্ণনাম:

পদবী:

তারিখ: সময়: